রঈসুল কুররা
হযরত আহমদ হিজাযী মক্কী (র.)
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

Brief Biography of Ra'isul Qurra
Shaykh Ahmad Hijazi Makki (R.A)

বাংলা ▪ العربية ▪ English

দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট
DARUL QIRAT MAJIDIAH FULTALI TRUST

রঈসুল কুররা

হযরত আহমদ হিজাযী মক্কী (র.)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

Brief Biography of Ra'isul Qurra

Shaykh Ahmad Hijazi Makki (R.A)

বাংলা ☐ العربية ☐ English

খায়রুল হুদা খান

Khairul Huda Khan

দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট

DARUL QIRAT MAJIDIAH FULTALI TRUST

রঈসুল কুররা হযরত আহমদ হিজাযী মক্কী (র.) : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
Brief Biography of Ra'isul Qurra Shaykh Ahmad Hijazi Makki (R.)

খায়রুল হুদা খান
ইমাম ও খতীব, শাহজালাল মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টার
ম্যানচেস্টার, ইউকে

প্রকাশনায়
দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট
ফুলতলী ছাহেব বাড়ি
জকিগঞ্জ, সিলেট

প্রথম প্রকাশ
মে, ২০১৮ ঈসায়ী
শা'বান, ১৪৩৯ হিজরী
বৈশাখ, ১৪২৫ বাংলা

তৃতীয় প্রকাশ
মার্চ, ২০২৩ ঈসায়ী
রামাদান, ১৪৪৪ হিজরী
চৈত্র, ১৪২৯ বাংলা

মুদ্রণ
রঙ প্রিন্টার্স
রংমহল টাওয়ার, বন্দর বাজার, সিলেট

পরিবেশনায়
সয়লাব প্রকাশন
সোবহানীঘাট, সিলেট

প্রাপ্তিস্থান
ফুলতলী পাবলিকেশন
ফুলতলী ছাহেব বাড়ি
জকিগঞ্জ, সিলেট

দারুল হাদীস লাতিফিয়া
লন্ডন ♦ নর্থওয়েস্ট
ইউকে

সাইমুন লাইব্রেরি
সোবহানীঘাট, সিলেট

বিনিময় : ৪০/- [চল্লিশ টাকা মাত্র] £ 1.00

Brief Biography of Ra'isul-Qurra Shaykh Ahmad Hijazi Makki (R.) [Bangla, Arabic, English] by Khairul Huda Khan, Published by: Darul Qirat Majidiah Fultali Trust, Fultali Saheb Bari, Zakiganj, Sylhet, Bangladesh. 3rd Edition : March, 2023, Printed by: Rang Printers, Rangmahal Tower, Bandar Bazar, Sylhet. Price : 40.00 (Foury) Taka only.

সূচিপত্র

দু'আয়ে খায়ের ৪

রঈসুল কুররা হযরত আহমদ হিজাযী মক্কী (র.) : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জন্ম ও বংশ পরিচিতি ৫

শিক্ষাজীবন ৫

মক্কা শরীফে আগমন ৬

পারিবারিক জীবন ৬

দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি ৬

ইলমে কিরাতে তাঁর অবদান ৬

প্রখ্যাত ছাত্রবৃন্দ ৮

আহমদ হিজাযী (র.)-এর খিদমতে আল্লামা ফুলতলী (র.) ৯

ইন্তিকাল ১০

সন্তান-সন্ততি ১১

١٢ نبذة من حياة الشيخ أحمد الحجازي المكي رحمه الله تعالى

Brief Biography of Ra'isul Qurra Shaykh Ahmad Hijazi Makki (R.A) ১৮

মুরশিদে বরহক

হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী

বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী-এর

দু'আয়ে খায়ের

الحمد لله رب العالمين – والصلٰوة والسلام علٰى سيد المرسلين وعلٰى اٰله وصحبه أجمعين .

রঈসুল কুররা, ফকীহে মক্কা হাফিয শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে মাওলানা খায়রুল হুদা খান (খতীব, শাহজালাল মসজিদ, ম্যানচেস্টার, ইউকে) তথ্যসম্বলিত আরবী কপি আমার হাতে তুলে দিলেন। কপি পাঠ করে আমি অনুরোধ করলাম তিনি যেন এর বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদসহ পুস্তকাকারে ছাপা করেন।

আমার ওয়ালিদ মুহতারাম হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) আমাকে ইলমে হাদীস ও ইলমে কিরাতের সনদ দান করেছেন।

এ পুস্তকের মাধ্যমে আমাদের দাদা উস্তাদের মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অবগত হয়ে এ আমানতের হিফাযতের জন্য যেন সারা জীবন চেষ্টা অব্যাহত রাখি।

ইতি

[মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী]

রঈসুল কুররা
হযরত শায়খ আহমদ হিজাযী মক্কী (র.)
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ, উস্তাযুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসীন, রঈসুল কুররা ওয়াল মুফাস্‌সিরীন শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) ছিলেন ইলমে দ্বীনের বহুমুখী এক প্রতিভা। ইলমে হাদীস, ইলমে তাসাওউফ এবং ইলমে কিরাতে তাঁর সনদ সুপ্রসিদ্ধ। প্রত্যেকটি বিষয়েই তাঁর উস্তাদগণ ছিলেন জগদ্বিখ্যাত ও সুপরিচিত। ইলমে কিরাতে তিনি তিন তিনটি সনদে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর কিরাতের উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মক্কা শরীফের প্রখ্যাত বুযুর্গ, মালিকী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ, হারামাইন শরীফাইনের কারীগণের প্রধান, শায়খ আহমদ হিজাযী মক্কী (র.)। আজকের এ নিবন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি

তিনি হলেন হাফিয ফকীহ শায়খ আহমদ হিজাযী বিন আবদুল্লাহ বিন মাহমুদ বিন আবূ তালীহ আবদুল 'আল আত-তাহতাওয়ী। বংশসূত্রে হিজাযী। তিনি ১৩০৩ হিজরী (১৮৮৫ইং) সালে মিশরের সোহাগ প্রদেশের তাহতা শহরে একটি রক্ষণশীল ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ আরবের জুহাইনাহ গোত্রীয় ছিলেন, যারা হিজায থেকে মিশরে পাড়ি জমিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি হিজাযী নামে পরিচিত হন। শৈশবকালে ছয় বছর বয়সের মধ্যেই তিনি মা-বাবা হারিয়ে এতীম অবস্থায় প্রতিপালিত হন।

শিক্ষাজীবন

তিনি সোহাগ শহরেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং প্রথমে সাত কিরাতে কুরআন মজীদ হিফয করেন এবং পরে দশ কিরাতে পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি ইমাম হাফস (র.)-এর কিরাত অনুযায়ী তাজবীদ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি মিশরের বিশ্বখ্যাত জামে আযহারে 'আল ফিকহ ওয়াল উলূম আদ দ্বীনিয়্যাহ' অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর শায়খ ও মুরব্বী শায়খ আল্লামা আহমদ আদ-দারদীর আল আযহারী (র.)-এর তত্ত্বাবধানে একজন হাফিয, কারী এবং ফকীহ হিসেবে ডিগ্রী লাভ করেন। শায়খ আহমদ আদ দারদীর (র.) মিশরের প্রখ্যাত বুযুর্গ আবুল বারাকাত আহমদ আদ দারদীর (র.) এর অধ্বঃস্তন বংশধর ছিলেন।

মক্কা শরীফে আগমন

ডিগ্রী অর্জনের পর শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) হিজাযে ফিরে আসেন। সে সময় হিজায তুর্কী শাসনাধীন ছিল। বাল্যকালে প্রবল রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মরণাপন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি সুস্থ হলে আল্লাহর ঘরের পাশে বসবাস করার মানত করেন। তাঁর মানত অনুযায়ী তিনি হজ্জ আদায় এবং মক্কা শরীফে বায়তুল্লাহর পাশে বসবাসের সংকল্প নিয়ে যখন মক্কা শরীফে ফিরে আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর।

পারিবারিক জীবন

শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) মক্কা শরীফে বসবাস করছিলেন কিন্তু প্রথমে বিবাহ করতে চাননি। পরবর্তীতে আত্মীয়-স্বজনের পীড়াপীড়িতে তিনি সারহান গোত্রে বিবাহ করেন; তবে তাঁর সে স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। পরবর্তীতে তিনি আল-আব্বাস সায়্যিদ নাজমুদ্দীন কারী এর মেয়েকে বিবাহ করেন। তাঁর এ স্ত্রীর ঘরে মুহাম্মদ আমীন এবং আবদুল্লাহ নামে দুই ছেলে এবং আমীনাহ, নাঈমাহ ও খায়রিয়াহ নামে তিনজন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাঁর এ স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে তিনি আরেকটি বিবাহ করেন, যা বেশি দিন টিকেনি। পরবর্তীতে তিনি তাঁর সর্বশেষ স্ত্রী রাহমাকে বিবাহ করেন, যিনি ছিলেন তায়েফের অধিবাসী উমর সাব্বাগের মেয়ে। এ স্ত্রীর ঘরে তাঁর সাতজন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন ফাতিমা, যায়নাব, আসমা, খাদীজাহ, নাযীমাহ, হুদা এবং সাফিয়্যাহ।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি

শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) ছিলেন সুঠাম দেহী, প্রশস্ত কপাল, উচ্চ বক্ষ ও বিস্তৃত গর্দান বিশিষ্ট। তাঁর চেহারা ছিলো জ্যোতির্ময়, আলোকোজ্জ্বল। তিনি ছলেন সৎকর্মশীল, পরোপকারী, নেক কাজে সবসময় সচেষ্ট। তাঁর চেহারায় বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের রশ্মি সবসময় বিরাজ করত। তিনি বাগ্মীতা, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং সুমিষ্ট বয়ানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি প্রখর দৃষ্টি, দীর্ঘ সাঁতার এবং নদীর গভীরে ডুব দেয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

ইলমে কিরাতে তাঁর অবদান

হযরত আহমদ হিজাযী মক্কী (র.) অত্যন্ত সুমধুর আওয়াজের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সুমধুর ও সুললিত কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শ্রবণ করার জন্য মক্কা শরীফের হারাম এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণ, শিক্ষার্থী এবং হারাম শরীফে হজ্জ-উমরাহ আদায়কারীগণ প্রতিদিন আসর এবং মাগরিব নামাযের পরে মসজিদে হারামে বাবে আজইয়াদের নিকটে তাঁর চতুর্পার্শ্বে ভীড় করতেন। তাঁর চিত্তাকর্ষক আওয়াজ এতো উচ্চ ছিল যে মসজিদে হারামের বাইরে থেকে তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শোনা যেত। যদিও তখন পর্যন্ত মাইক বা লাউড স্পীকারের সূচনা হয়নি। তাছাড়া তিনি মসজিদে হারামের বাবে বনী শায়বার সম্মুখে প্রতিদিন বিভিন্ন কিরাতে হাফিযে কুরআনদের সবক গ্রহণ করতেন।

তাজবীদ ও তারতীলসহ তাঁর সুমধুর তিলাওত এবং হিফযে কুরআনে পারদর্শিতা দেখে তৎকালীন মক্কা শরীফের তুর্কি গভর্নর আকৃষ্ট হন এবং তাঁর হাতে কুরআন মজীদ শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) তুর্কী গভর্নরকে কুরআন শিক্ষা দিতে রাজী হন এবং ইমাম হাফস (র.)-এর কিরাত অনুযায়ী কুরআন শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তুর্কি গভর্নরের প্রভাবে অনেক শিক্ষার্থী জড়ো হয়ে গেলে শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) তাদেরকেও শিক্ষা দিতে থাকেন। কিছুদিন পর তুর্কী গভর্নর শায়খ আহমদ হিজাযী (র.)-কে তায়েফে অবস্থিত সেনাবাহিনী হেডকোয়ার্টারের ইমাম মনোনীত করলেন এবং সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। এর ফলে তায়েফবাসীগণ তাঁর হাতে কুরআন মজীদ শিক্ষা ও হিফ্য করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করল। তাঁর এ নিরলস ও একনিষ্ঠ খিদমতের মাধ্যমে তিনি তায়েফবাসীর ভালবাসার পাত্রে পরিণত হলেন।

কিন্তু শায়খ আহমদ হিজাযী (র.)-এর মন মসজিদে হারামে ফিরে আসার জন্য ছটফট করতে লাগল। ১৩৩১ হিজরীর শেষ দিকে এবং ১৩৩২ হিজরীর প্রথমদিকে (১৯১৩ ইং) তুর্কী শাসনের অবসান হয়ে গেলে শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) মক্কা শরীফে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে তিনি কুরআন শিক্ষা দানের জন্য পূর্ব এশিয়ায় সফর করেন। সে সময় তিনি কুরআন কারীমের প্রতি মালয় এবং সিঙ্গাপুরের সুলতানগণ এবং সাধারণ জনসাধারণের নিখাঁদ ভালোবাসা, কুরআন মজীদ শিক্ষা ও হিফ্যের জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা এমনকি কুরআন কারীমের সম্মানার্থে তাদের বিভিন্ন মাহফিল আয়োজন দেখে অভিভূত হন। ফলে তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে বিভিন্ন শহরে শহরে এবং গ্রামে গ্রামে সফর করতে থাকেন এবং কুরআন মজীদ শিক্ষা দিতে থাকেন। তিনি যেখানেই যেতেন বিভিন্ন বয়সী কুরআন পিপাসু শিক্ষার্থীরা তাঁর পাশে এসে জড়ো হতেন।

হাশিমী শাসনকালে (১৯১৬-১৯২৫) শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) মক্কা শরীফে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে আসেন এবং হারাম শরীফের অধিবাসী ও তাঁর কাছে আগত শিক্ষার্থীদের তিনি নিজ ঘরে কুরআন শিক্ষা দিতে থাকেন। এ সময় হিজাযের শাসক শরীফ হুসাইন বিন আলীর শাসনামলে তাঁকে জেদ্দা শহরের মাদরাসায়ে রুশদিয়ার প্রাথমিক শাখার প্রধান মনোনীত করা হয়। এ মাদ্রাসায় তাঁর সাথে শিক্ষক হিসেবে ছিলেন শায়খ সাদাকাহ মানসূরী, শায়খ আবদুল হামিদ আতিয়াহ, শায়খ মুস্তাফা দাগিস্তানী, সায়্যিদ হুসাইন যায়নী প্রমুখ। এ মাদ্রাসায় তাঁর হাতে কুরআন কারীমের শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন শায়খ উমর ইবনে আফিনদী মুহাম্মাদ নাসীফ, শায়খ মুহাম্মাদ নূর ইবনে শায়খ আহমদ নাসসহ হিজায ও জেদ্দার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ। তিনি জেদ্দার মাদরাসায়ে রুশদিয়াতে প্রধান শিক্ষক হিসেবে ছয় বছরের বেশি সময় অতিবাহিত করেন।

১৩৪০ হিজরীতে তাঁর স্ত্রী (তাঁর ২ ছেলে ও ৩ মেয়ের জননী) মারা গেলে তাঁকে জেদ্দার মাদ্‌রাসার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে মক্কা শরীফে ফিরে আসতে হয়। আগের মতোই তিনি মসজিদে হারামে এবং তাঁর নিজ ঘরে কুরআন কারীম শিক্ষা দিতে থাকেন। এ সময় সিঙ্গাপুর এবং মালয় থেকে কিছু কিরাতের শিক্ষার্থী মক্কা শরীফে আসেন এবং শায়খ আহমদ হিজাযী (র.)-কে তাদের সাথে যেতে অনুরোধ করেন, যাতে তিনি কুরআন করীমের সে দর্‌স পূর্ণ করেন যা তিনি পূর্বে আরম্ভ করেছিলেন। তাদের অনুরোধে পরিবারের কঠিন সময় থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে ১৩৪২ হিজরীতে (১৯২৩ ইং) পূর্ব এশিয়ায় সফর করেন এবং বেশ কয়েক বছর অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে আরবে হাশিমী শাসনের পতন হয় এবং বাদশাহ আবদুল আজিজ সৌদী শাসনের গোড়াপত্তন করেন। শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে অসংখ্য কারী, হাফিয এবং ফকীহ তৈরী করে আবার মক্কা শরীফে ফিরে আসেন।

শায়খ আহমদ হিজাযী আল ফকীহ (র.) ১৩৫৩ হিজরীতে (১৯৩৪ ইং) সৌদি আরবের ফিক্‌হ বোর্ডের প্রধান (গ্রান্ড মুফতী) মনোনীত হন এবং শিক্ষা ও কিরাত বোর্ডের প্রধানের দায়িত্বও লাভ করেন। তদুপরি শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) কুরআন শিক্ষা দানে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। তিনি তাঁর ঘরকে কুরআন কারীমের বিশুদ্ধ তিলাওত ও হিফয শিক্ষাদানের কেন্দ্র হিসেবে পরিণত করেছিলেন, যেখানে তিনি দিনের বেশিরভাগ সময় স্থানীয় অধিবাসীদের ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, বাংলা, বুখারা, তুরস্ক ইত্যাদি দেশ থেকে হজ্জ কিংবা উমরাহ আদায় করতে আসা কুরআন পিপাসুদের কিরাত, হিফয ও ফিক্‌হ শিক্ষা দিতেন। সাধারণত তিনি ইমাম হাফস (র.)-এর কিরাত অনুযায়ী কিরাত শিক্ষা দিতেন। কোনো কোনো বিশেষ শিক্ষার্থীকে তিনি ইমাম শাতিবী (র.)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী সাত কিরাতও শিক্ষা দিতেন।

শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) কিরাত ও তাজবীদ শাস্ত্রের উপর কয়েকটি কিতাব রচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো 'আল কাউলুস সাদীদ ফী আহকামিত তাজবীদ', যা পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শায়খ আহমদ হিজাযী (র.)-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন একাধারে তাঁর শায়খ ও বন্ধু শায়খ আহমদ হামিদ আত-তীজী, যিনি মক্কা মুকাররামার 'মাদরাসাতুল ফালাহ'-এ ইলমে কিরাতের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনিও মক্কা মুকাররামার 'শায়খুল কুররা' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

প্রখ্যাত ছাত্রবৃন্দ

শায়খ আহমদ হিজাযী (র.)-এর হাতে অনেক বিখ্যাত কারী ও মুজাব্বিদ কিরাত শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রখ্যাত শাগরিদদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর দুই ছেলে মুহাম্মদ আমীন ও আবদুল্লাহ, শায়খুল কুররা শায়খ আহমদ যাকী দাগিস্তানী, শায়খুল কুররা আব্বাস মাকাদিমী, শায়খুল কুররা জামীল আশী, শাইখুল কুররা মুহাম্মদ সালিহ বাহায়দারাহ, শায়খুল কুররা মুহাম্মাদ কুহায়লী, শায়খ আবদুল হামিদ

হায়াত, শায়খ আহমদ সা'দুল্লাহ, শায়খ মুহাম্মদ আন-নূনূ, শায়খ আবদুল হামীদ গুন্দুরাহ, শায়খ জাফর জামীল আল বারমাকী প্রমুখ। তাঁর কাছে অনেক কুররা ও উলামা ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। তাঁদের মধ্যে শায়খুল কুররা আল ফকীহ শায়খ মুহাম্মদ নূর আবুল খায়র, শায়খ উমর আল ফকীহ, শায়খ সিরাজ কারুত আল ফকীহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অনেক অনারবও তাঁর হাতে কুরআন মজীদ শিক্ষাগ্রহণ করে সনদ লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইলমে কিরাতে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন হযরত আল্লামা আব্দুল লতীফ ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.), যিনি বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিরাত শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছেন। এছাড়া আরবের বাইরে তাঁর উল্লেখযোগ্য শাগরিদদের মধ্যে রয়েছেন- শায়খ মুহাম্মদ মাসুম, শায়খ মুহাম্মাদ তাহের জাওয়া, শায়খ আশহাদ আলী বিন মুহাম্মদ সাদির বাঙ্গালী, শায়খ মুস্তাফা রাওয়াস প্রমুখ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর নিকট থেকে ইলমে ফিকহও শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।

আহমদ হিজাযী (র.)-এর দরবারে আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) স্বীয় পীর ও মুরশিদ হযরত শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)-এর কাছ থেকে ইলমে কিরাতের সনদ লাভ করেন। পরবর্তীতে পীর ও মুরশিদের নির্দেশে হযরত শাহ আবদুর রউফ করমপুরী (র.)-এর কাছে কুরআন অধ্যয়ন করে সনদ লাভ করেন। তাঁদের দুজনেরই সনদ শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আল আনসারী (র.) হয়ে ইমাম আবূ আমরিদ্দানী (র.) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

কুরআন কারীমের এ আশিক ১৯৪৪ ইং (১৩৬৩ হিজরী) সনে হজ্জ করতে মক্কা শরীফে গেলে শায়খ আহমদ হিজাযী (র.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইলমে কিরাতে তাঁর পারদর্শিতা ও খ্যাতির কথা শুনে তাঁর কাছে কুরআন মজীদ শিক্ষা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ছাহেব কিবলাহ (র.) হিন্দ (ভারত) থেকে এসেছেন জানতে পেরে তিনি কিরাত শুনতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কারণ তৎকালীন সময় এতদঞ্চলে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ছিল না বললেই চলে। এমনকি কোনো কোনো এলাকায় কুরআন কারীমের হরফ পর্যন্ত পরিবর্তন করে পড়া হতো। তখন হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) জানালেন যে, তিনি হযরত হাফিয আবদুর রউফ করমপুরী (র.)-এর কাছে কিরাত শিক্ষা করেছেন, যিনি শায়খ ইরকসুস আল মিসরী (র.)-এর ছাত্র। শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) ইরকসুস আল মিসরীর কথা শুনেই হযরত ছাহেব কিবলাহকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁকে কিরাত শিক্ষা দিতে আগ্রহী হলেন। এ সফরে হযরত ছাহেব কিবলাহ (র.) শায়খ আহমদ হিজাযী (র.)-এর কাছে কুরআন কারীমের অর্ধেক পাঠ করে শুনান। পরবর্তীতে ১৯৪৬ ইং (১৩৬৫ হিজরী) সনে আবার মক্কা শরীফে গিয়ে বাকি অর্ধেক পাঠ করে শুনালে শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-কে কিরাতের সনদ দান করেন। সনদ প্রদানকালে শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) ফুলতলী

ছাহেব কিবলাহ (র.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "এ সনদ একটি আমানত, যে আমানত আমার ইলমে কিরাতের উস্তাদ ও বুযুর্গগণ আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আজ আমি তা তোমার হাতে সোপর্দ করলাম। যদি এ আমানতের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত খেয়ানত করো, তবে এর পরিণাম ফল তুমিই ভোগ করবে। কারণ আজমে (অনারব দেশে) এখন হরফের উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতি বিষয়ে নানারকম মতভেদ দেখা দিয়েছে।"

হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) যোগ্য শায়খের যোগ্যতম শাগরিদ হিসেবে তাঁর দেয়া সে আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন এবং বিশুদ্ধ কিরাত শিক্ষাদানের দায়িত্ব আনজাম দিয়ে গেছেন জীবনভর। যার ফলশ্রুতিতে আজ দুনিয়াব্যাপী তাঁর ইলমে কিরাতের খিদমত একটি মকবূল খিদমত হিসেবে সুপরিচিত।

শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) থেকে সনদ লাভ করে দেশে ফেরার পর হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) তৎকালীন প্রথিতযশা এক বুযুর্গ কর্তৃক স্বপ্নযোগে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে ইশারা পেয়ে ইলমে কিরাত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। সমকালীন উলামা-মুদাররিসীন ও শিক্ষার্থীবৃন্দ তার নিকট কিরাত শিক্ষার জন্য জমা হতে থাকেন। এ সময় উলামায়ে কিরাম তাজবীদ বিষয়ক একটি কিতাবের প্রয়োজনীয়তা হযরত ছাহেব কিবলাহর কাছে উল্লেখ করলেন এবং একটি কিতাব প্রণয়নের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমানতদারীর কথা চিন্তা করে হযরত ছাহেব কিবলাহ (র.) নিজের স্মৃতির উপর নির্ভর করে কিতাব লিখতে চাইলেন না। ইতিমধ্যে তাঁর সেই চিন্তার অবসান ঘটিয়ে তাঁর উস্তাদ শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) হাজীদের মাধ্যমে তাঁর নিজের লিখিত তাজবীদ বিষয়ক ২টি কিতাব হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর নিকট পাঠালেন। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) উলামা-সাধারণের জন্য সহজ উর্দূ ভাষায় কিতাবের কায়দাগুলিকে ব্যাখ্যা করে একটি কিতাব রচনা করেন। উস্তাদের কিতাবের নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি এর নাম রাখলেন "আল কাউলুছ ছাদীদ ফিল কিরাআতি ওয়াত তাজবীদ"। পরবর্তীতে তাঁরই বড় ছাহেবজাদা হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী) কিতাবখানার বাংলা অনুবাদ করেন। ইতিমধ্যে ইংরেজি ভাষায়ও তা অনূদিত হয়ে লাখো কুরআন পিপাসুর তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে।

ইন্তিকাল

শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) মক্কা শরীফের কারী ও ফকীহগণের প্রধান (শাইখুল কুররা ও রাঈসুল ফুকাহা) হিসেবে প্রায় ২৮ বছর মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়ে ১৩৮১ হিজরী (১৯৬২ ইং) সালের রজব মাসের ৫ তারিখ, বুধবার ভোরবেলা ইন্তেকাল করেন। চিরায়ত অভ্যাস অনুযায়ী ইন্তেকালের রাতেও তিনি রাতব্যাপী কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করেন এবং ভোরবেলা মক্কা শরীফের আজইয়াদ এলাকার

জাবালে সাব'আ বানাতে নিজ ঘরে ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর পবিত্র দেহ মক্কা শরীফের কবরস্থান 'জান্নাতুল মুআল্লা'য় দাফন করা হয়।

সন্তান-সন্ততি

শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) দুই পুত্র এবং দশজন কন্যা সন্তান রেখে যান। তাঁর পুত্র শায়খ মুহাম্মদ আমীন হিজাযী এবং শায়খ আবদুল্লাহ হিজাযী উভয়েই প্রথিতযশা হাফিয, কারী এবং ফকীহ; বিশেষত ফারাইয এবং মীরাস শাস্ত্রে পারদর্শী। তাঁর দশ কন্যা সন্তানের প্রত্যেকেই নেককার, উত্তম চরিত্র ও বৈশিষ্টের অধিকারী। তেমনিভাবে তাঁদের সন্তানেরাও শিক্ষা-দীক্ষা, যোগ্যতা ও পারদর্শিতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের এ মহান খাদিমকে জান্নাতে আ'লা মাকাম নসীব করুন। আমীন।

তথ্যসূত্রঃ

১. আল-বালাদুল আমীন পত্রিকা (মক্কা সাহিত্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্র), ১২তম সংখ্যা, ১৪২৫ হিজরী

২. http://makkawi.com

৩. https://al-maktaba.org/book/31621/42403#p1

৪. http://shamela.ws/browse.php/book-10786/page-42403

৫. http://www.alyaum.com/article/4053346

৬. আশ শায়খ আহমদ হিজাযী আল ফকীহ, আল কাউলুস সাদীদ ফী আহকামিত তাজবীদ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬ ইং

৭. আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.), আল কাউলুছ ছাদীদ ফিল কিরাআতি ওয়াত তাজবীদ (উর্দু), ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী

৮. আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) স্মারক, লতিফিয়া ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি ২০১৪ ইং

نبذة من حياة
الشيخ أحمد الحجازي المكي (رح)
(الأستاذ للعلامة عبد اللطيف الفولتلى رحمه الله تعالى)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى أله وأصحابه وأتباعه الى يوم الدين ، اما بعد:

إن رئيس القراء والمفسرين، أستاذ العلماء والمحدثين، شمس العلماء، المرشد الكامل، فضيلة الشيخ العلامة محمد عبد اللطيف شودهرى الفولتلي المعروف بفولتلى صاحب من أشهر العلماء في القارة الهندية وكذا في العالم. وهو مشهور في العالم لخدماته المتنوعة التى قدمها لهذا الدين، وكان له أسانيد مشهورة فى علم الحديث والقراءة والتصوف، وكل من أساتذته كانوا بارزين وشهيرين . وقد تعلم الشيخ الفولتلي وحصل الإجازة في القراءة من ثلاثة أساتذة مشهورة، منهم أستاذه الشهير الفقيه الماهر رئيس قراء مكة وفقيههم في عصره الشيخ أحمد الحجازي المكي رحمه الله تعالى، نحن نبحث في هذه الرسالة عن حياته إختصارا.

ولادته ونسبه :

هو الحافظ الفقيه أحمد الحجازي بن عبد الله بن محمود بن ابي تليح عبد العال طهطاوي المولد، حجازي الأصل . ولد في مدينة طهطا من محافظة سوهاج بصعيد مصر العربية في عام ١٣٠٣هـ (1885)م من أسرة محافظة ذات وجاهة ويسار . وكان معروفا بالحجازي منذ طفولته بين أفراد أسرته وبين سائر الناس خاصة ان أجداده القدماء كانوا من العرب النازحين من قبيلة جهينة ببلاد الحجاز الى مصر، فنشأ يتيما في بيئة متمسكة بعري الدين الإسلامي ومطبوعة بطابع الأرياف وذلك بعد وفاة والديه وهو صبي لم يتجاوز السادسة من عمره،

حياته العلمية :

تلقى الدراسة الإبتدائية بمدارس سوهاج ثم تخصص في حفظ القران الكريم بالقرائات السبع اولاً ثم العشر وأتقن فن التجويد على قراءة حفص وتلقى الفقه والعلوم الدينية بالجامع الأزهر حتى تخرج حافظا وفقيها على يد شيخه ومربيه الشيخ العلامة الأزهري أحمد الدردير رحمه الله . هذا العالم من احفاد الشيخ العلامة ابى البركات

احمد بن محمد بن حامد العدوى المالكى الأزهرى الخلوتى الشهير بأحمد الدردير- (1715-1786م)

رحلته الى المكة المكرمة :

ثم رحل الى بلاد الحجاز ، والحجاز في ذلك الوقت تحت نفوذ الحكم التركي ، عازما على أداء الحج والإقامة بمكة المكرمة ومجاورة بيت الله فيها وفاء بنذر نذره اثر مرض شديد كاد يقضي عليه وكان عند هجرته تلك قد ناهز الثامنة عشر.

صفاته الخلْقية والخلُقية:

وكان قوي البنية ربع القامة الى الطول أقرب عريض المنكبين مرتفع الصدر واسع الجبهة قمحي اللون مع ميل الى السمرة . وكان رحمه الله وقورا مهيبا محسنا وساعيا الى الخير لا يرى إلا باسم الثغر والنور يتلألأ من وجهه مع معرف من فصاحته ووضوح نبرة النطق وإتقان في مختلف أساليب البيان واشتهر منذ ان كان فتى بحدة البصر وبمهارة فائقة في السباحة لمسافات طويلة والغوص في لج الأنهار العميقة.

حياته العائلية :

وكان مجاورا بمكة المكرمة وهو أعزب (آل كوشك) فسعوا في تزويجه أول مرة ثم تعددت زيجاته فتزوج من آل سرحان فلم ينجب منها ثم تزوج ابنة العباس السيد نجم الدين القاري فأنجب منها ابنه محمد أمين وعبد الله وبناته أمينة ونعيمة وخيريّة. ثم مرضت زوجته وأم أولاده واسمها مغفرة وتوفاها الله . فتزوج بعدها امرأة لم يعاشرها سوى فترة قصيرة ثم فارقها وتزوج بعد ذلك الزوجة الأخيرة من أهل الطائف وهي رحمة بنت عمر صباغ فأنجب منها بناته السبع فاطمة وزينب وأسماء وخديجة ونظيمة وهدى وصفية.

خدماته في علم القراءة :

وقد اعتاد أبناء البلد الحرام من أهل مكة والمجاورين والحجاج وطلبة العلم تشكيل حلقة حوله عقب صلاتي العصر والمغرب للاستماع الى ترتيله أي من الذكر الحكيم كل يوم في حصوة باب أجياد بالمسجد الحرام فقد كان رحمة الله جهوري الصوت عالي الطبقة حتى ان من عاصر تلك الفترة كان يذكر ان صوته كان يسمع من خارج المسجد الحرام -ولما تعرف مكبرات الصوت آنذاك.

فاسترعى ذلك انتباه الوالي التركي الذي اعجب بقراءته المجوّد وحسن ترتيله وقوة حفظه فرغب ان يتلقى القران على يده فوافق الشيخ أحمد الحجازي على تعليم الوالي التركي قراءة القرأن بقراءة حفص عن عاصم وعلى أثره كثر الراغبون من

طلبة العلم في ان يعلمهم القران ولكنه لم يلبث ان استجاب لرغبة الوالي فانتقل الى مقر الجند بالطائف وعينه الوالي إماما للجيش ومدرسا للقران الكريم بقشلة الطائف ومن ثم اتيحت الفرصة لكثير من أهل الطائف لتعلم القران وحفظه على يده فأحبه أهل الطائف.

وكان قلب الشيخ أحمد معلقا بالمسجد الحرام فرجع الى مكة المكرمة بعد خروج الحكومة التركية في أخريات عام ١٣٣١هـ وبدايات عام ١٣٣٢هـ . ثم هيا الله له الأسباب فسافر الى بلاد شرق آسيا ليعلم أهلها القران الكريم حيث وجد من سلاطين بلاد الملايو وسنغافورة وأهلها خاصة احتفالا و تعظيما وتكريما للقران الكريم ورغبة صادقة في حفظه وفهمه وتعلم العلوم الشرعية . فأمضى فترة من الزمان يتنقل بين مدن وقرى تلك البلاد فتكاثف طلاب العلم حوله.

فلما رجع الى أهله بمكة المكرمة في عهد الحكومة الهاشمية لزم بيته يعلم القران الكريم لأهل البيت الحرام والوافدين اليه ثم عين في عهد حكم الشريف الحسين بن علي مديرا للمدرسة الرُّشدية بمدينة جدة للقسم الإبتدائي ايام كان معتمد المعارف بجدة رشدي بك وكيل الحربية والبحرية . وكان من المدرّسين معه بتلك المدرسة كلّ من الشيخ صدقة منصوري والشيخ عبد الحميد عطية والشيخ مصطفى داغستاني والسيد حسين زيني . وتخرج على يده من التلاميذ الشيخ عمر ابن الأفندي محمد نصيف والشيخ محمد نور بن الشيخ أحمد ناس وبعض الأخوة من آل الهزازي وكثير من أبناء واعيان مدينة جدة .ومكث مديرا للمدرسة الرشدية فترة تزيد عن ست سنوات.

فلما توفيت زوجته أم ولديه وبناته الثلاث اضطر الى ترك العمل بجدة حيث تزوج من مدينة الطائف أم بناته السبع التى سبق ذكرها .ورجع للإقامة بمكة المكرمة وكان ذلك في حدود عام ١٣٤٠ هـ . ومكث بداره يعلّم القران الكريم ويرتّله بالمسجد الحرام كعادته من قبل . وكان رحمه الله عائلا فالح عليه بعض طلبة العلم من بلاد الملايو وسنغافورة أن يصحبهم الى بلادهم ليستكمل ما بداه من قبل .

فاستجاب لهم وسافر في صحبتهم عام ١٣٤٢هـ ومكث في شرق آسيا فترة من الزمن كانت عصيبة على أهله وأولاده ولكنه استخلف الله فيهم فلم يخذله حتى عاد إليهم في سعة ويسار. وفي أثناء ذلك تم جلاء الحكم الهاشمي ونصر الله الملك عبد العزيز رحمه الله ووحد على يده دولة الإسلام المملكة العربية السعودية. فرجع الشيخ أحمد الحجازي الى مكة المكرمة بعد ان تخرج على يده في بلاد شرق آسيا عدد كثير من حفظة القران الكريم المجوّدين والمتفقهين في دينهم.

فلما أصدر الملك عبد العزيز نظام التابعيات حصل الشيخ أحمد الحجازي على حفيظة النفوس السعودية انتخب الشيخ أحمد الحجازي الفقيه شيخا لطائفة الفقهاء وصدر الأمر السامي بذلك برقم ١٧٥٤ في ٣-١٣٥٣/٩/٤هـ . فبلغته المعارف النظام والتعليمات الخاصة بمشيخة القراء .

وكان قد جعل بيته رحمه الله مدرسة لتحفيظ القرأن الكريم لطلبة العلم من مختلف الأجناس الوافدة الى الحج والعمرة كالإندونيسيين والملايو والهنديين والبنغال وأهالي بخارى وتركيا عدا المجاورين في الحرم وأبناء مكة المكرمة فكان يقضي معظم ساعات النهار يعلمهم ويحفظهم ويفقههم على قراءة حفص عن عاصم ويخص البعض من النابهين بتعليم القراءات السبع من طريق الشاطبية.

وكان من أكثر الناس ملازمة له وقربا اليه شيخه وصديقه الشيخ أحمد حامد التيجي الذي كان قد عمل مدرسا للقران الكريم بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة.

ألف رحمه الله كتبا عديدة في علم القراءة والتجويد أشهرها "القول السديد في أحكام التجويد" . وقد ترجمت الى اللغة الملايوية والبنغالية فيما بعد.

تلاميذه المشهورة :

وتابع الشيخ أحمد الحجازي الفقيه علمه في تعليم القران الكريم حتى تخرج على يده عدد من أبناء مكة المكرمة قراء مجوّدين منهم ابنه الأكبر محمد أمين وابنه عبد الله والشيخ المقرئ زكي داغستاني والشيخ المقرئ عباس المقادمي والشيخ المقرئ جميل آشي والشيخ المقرئ محمد صالح باحيدرة والشيخ المقرئ محمد الكحيلي والشيخ عبد الحميد حيات والشيخ المقرئ أحمد سعد الله والشيخ المقرئ محمد النونو والشيخ عبد الحميد غندورة والشيخ المقرئ جعفر جميل البرمكي . كما تفقّه على يديه عدد من القراء الكبار منهم الشيخ محمد نور ابو الخير نقيب المقرئين الأول وفقيههم والشيخ المقرئ عمر أربعين الفقيه والشيخ سراج قاروت الفقيه. كما تخرج على يديه عدد أخر من غير أبناء مكة المكرمة منهم الشيخ المقرئ العلامة محمد عبد اللطيف شودهري الفولتلي والشيخ المقرئ محمد معصوم والشيخ المقرئ محمد طاهر جاوة والشيخ المقرئ اشهد علي بن محمد صادر البنغالي والشيخ المقرئ مصطفى رواس واخرون من الأفاضل .

الشيخ العلامة فولتلى في خدمة الشيخ أحمد الحجازى رحمهما الله:

شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد اللطيف الفولتلي رحمه الله قرأ القرأن الكريم على شيخه ومرشده قطب الأولياء الشاه أبي يوسف محمد يعقوب البدرفوري، ثم رحل إلى الشيخ المقرئ الحافظ عبد الرؤوف الكرمفوري الشهبازفوري رحمه الله بأمر شيخه

ومرشده . وكان الكرمفوري أحد من تلاميذ الشيخ المقرئ عرق سوس المصري رحمه الله وأحد مشاهير القراء في شبه القارة الهندية في عصره. وفي عام ١٩٤٤ م (١٣٦٣هـ) سافر العلامة الفولتلى إلى مكة المكرمة لأداء الحج ثم حضر في خدمة الشيخ أحمد الحجازي للدراسة العليا في علم القراءة، لمّا علم الشيخ أحمد الحجازي أن العلامة الفولتلى من الهند، رفض الإستماع لقراءته بسبب عدم وجود تلاوة صحيحة في الهند حتى في بعض المناطق قد غيروا حروفا من القرآن. فأخبره العلامة الفولتلى بأنه قرأ على الشيخ عبد الرؤوف الكرمفوري الذي هو أحد من طلبة الشيخ عرق سوس المصري. فعانق الشيخ أحمد الحجازي العلامةَ الفولتلي بعد أن سمع عن عرق سوس المصري ووافق على تعليمه. في ذلك السفر قرأ العلامة الفولتلى نصف القرآن الكريم على الشيخ أحمد الحجازي. وفي عام ١٩٤٦ م (١٣٦٥ هـ) عاد إلى مكة المكرمة وقرأ النصف الباقي عليه ، فشرّفه بالإجازة وقال ناصحا له: "هذه الإجازة هي الأمانة الإلهية ، فأفوّضها إليك كما فوّضها إليّ أساتذتي الكرام، وإياك وأدنى الخيانة في هذه الأمانة. إن كنت تخونها فسوف تواجه العواقب، حيث أن هناك عديد من الأخطاء في التلاوة والقراءة للقرآن الكريم في الدول غير العربية ".

وقد أوفى العلامة الفولتلي رحمه الله بالمسؤولية الملقاة على عاتقه طوال حياته. ونتيجة ذلك أن خدماته لقراءة القرأن معروفة مشهورة في جميع أنحاء العالم،

وبدأ العلامة الفولتلي تعليم القرآن لسببين، أولها: إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أن الصوفي المشهور الشيخ عبد النور الغركابني رأى الني صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض اليه صلى الله عليه وسلم أن يتعلم حسن تلاوة القران، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم الى الشيخ العلامة الفولتلي . (وتفصيل هذا الرؤيا موجود في الكتب المتعلقة بحياة العلامة الفولتلي)

ثانيها: رغبة العلماء المعاصرين الى حسن تلاوته وترتيله ، وقد أكّدوه لتعليمهم القراءة.

فبينما كان يدرّس القراءة يحتاج العلماء إلى كتاب على فن التجويد وذكروه عنده، ولكن العلامة الفولتلى لم يرغب في تصنيف كتاب اعتمادا على ذاكرته فقط، ففي هذه الأثناء أرسل الشيخ أحمد الحجازي رسالتيه في علم القراءة والتجويد بواسطة الحجاج، بما أن الرسالتين كانتا باللغة العربية العالية المستوى، التي يصعب على عامة الناس فهمهما، فقام العلامة فولتلى بتأليف الكتاب بِلُغةٍ أردويةٍ بسيطةٍ مع التوضيحات اللازمة. وسمى كتابه مقتفيا بكتاب شيخه "القول السديد في القراءة

والتجويد". فقام ابنه الأكبر العلامة محمد عماد الدين شودهري الفولتلي بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة البنغالية. وقد ترجَمتْ إلى اللغة الإنجليزية أيضا.

وفاته:

واستمر الشيخ أحمد الحجازي الفقيه متوليا مشيخة القراء ورئاسة الفقهاء بمكة المكرمة نحو ثمان وعشرون سنة حتى وافاه الأجل صباح يوم الأربعاء الخامس من شهر رجب عام ١٣٨١هـ وكان طوال ليلة وفاته لا يكف عن تكرار محفوظة من القران الكريم كعادته حتى فاضت روحه وشيع من داره الكائنة بدرجة جبل السبع بنات بزقاق الدهان بحي أجياد بمكة المكرمة ووري جثمانه الطاهر صعيد المعلاة وقد ناهز من العمر الثامنة والسبعين .

وخلف رحمه الله من الابناء الذكور ابنه الشيخ محمد أمين الحجازي وابنه الشيخ عبد الله الحجازي وكانا حافظين للقران الكريم مجودين فقيهين عالمين بعلم الفرائض وتقسيم المواريث كما خلف من الإناث عشر بنات كلهن من العابدات الصالحات التاليات لكتاب الله المتأدبات بأدبه .كما خلف الكثير من الحفدة فيهم المعلمون والمعلمات والمهندسون والموظفون والحائزون على المؤهلات العلمية- رحم الله الشيخ أحمد الحجازي الفقيه رحمة واسعة وجعل القران العظيم شافعا له وبارك الله في ذريته .

المصادر والمراجع:

١. مجلة البلد الأمين ، نادي مكة الثقافي الأدبي ، العدد الثاني عشر ١٤٢٥ هـ

٢. الشيخ أحمد حجازي الفقيه ، القول السديد في أحكام التجويد ، الطبعة الثالثة ٦٨٩١ م

٣. الشيخ العلامة محمد عبد اللطيف الفولتلي ، القول السديد في القراءة والتجويد ((باللغة الأردوية))، الطبعة السادسة ٥٠٤١ هـ

4. http://makkawi.com
5. https://al-maktaba.org/book/31621/42403#p1
6. http://shamela.ws/browse.php/book-10786/page-42403
7. http://www.alyaum.com/article/4053346
8. Memento on Allama Fultali Saheb Qiblah (R), Latifia Foundation, Dhaka, Bangladesh, January 2014

Brief Biography of Ra'isul Qurra

Shaykh Ahmad Hijazi Makki (R.A)

(Teacher of Allamah Fultali Saheb Qiblah (R.A))

The famous sage of the Indian subcontinent, Ustadhul 'Ulama Wal Muhaddisin, Ra'isul Qurra Wal Mufassirin Shamsul Ulama, Hadhrat Allamah Muhammad Abdul Latif Chowdhury, well known as Fultali Saheb Qiblah (R.A), was a prominent scholar in many areas of sacred religious knowledge. His Sanad (chain of narration) is well-known in 'Ilm al-Hadith, 'Ilm al-Tasawwuff and 'Ilm al-Qirat. His teachers in all subjects were prominent and renowned scholars in their own right. He had three unbroken Sanads of Qirat, which are uninterruptedly connected with the Holy Prophet (peace be upon him). One of his teachers of Qirat was the prominent scholar of Makkah Mukarramah and the well-known Faqeeh of the Maliki Madhhab; Shaykh Ahmad Hijazi Makki (R.A), who was the Head of the Qurra (Reciters) of Makkah Mukarramah. In this booklet, we will try to present his short biography.

He is Hafiz, Faqeeh, Shaykh Ahmad Hijazi bin Abdullah bin Mahmud bin Abu Talih Abdul 'Al At-Tahtawi. He was nominated as the Shaykhul Qurra of Makkah Mukarramah during the Saudi era.

Shaykh Ahmad Hijazi (R.A) was born in 1303 AH (1885 AD) to a conservative religious family in Tahta town, in the Sohag province of Egypt. His ancestors were from the Zuhainah tribe of Arabia who migrated from Hijaz to Egypt. For this reason, he is known as Hijazi. During his childhood, he lost his parents before he reached the age of six and was brought up as an orphan.

Shaykh Ahmad Hijazi (R.A) completed his primary education in Sohag. He memorised the holy Qur'an in seven Qirats first, and he later perfected the ten Qirats. He gained scholarship in Tajweed according to the Qirat of Imam Hafs (R.A). He also studied Al-Fiqh and Ulum al-Deen at the world-renowned Jami' al-Azhar and graduated as a qualified Hafiz, Qari and Faqeeh

under the tutelage of his Shaykh and Mentor Shaykh Ahmad Ad-Dardir (RA), who was a descendant of the prominent scholar of Egypt, Shaykh Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir (R.A) (1715-1786).

During his childhood, Shaykh Ahmad Hijazi (R.A) was close to death due to a severe bout of illness. During that time, he made a vow to Allah that he would migrate to Makkah and live beside the house of Allah if he was to ever be cured. After completing his studies, Shaykh Ahmad Hijazi (RA) returned to Makkah as per his vow with the intention of Hajj and with the determination to live near the house of Allah. At that time, he was 18 years of age.

Shaykh Ahmad Hijazi (R.A) was a man of sturdy physique with broad forehead, high chest and wide neck. His face was bright and illuminated and he bore the sign of intelligence and knowledge. He was very pious, God fearing and helpful to others. He gained prominence in public speaking, intellectual discussion and was a sweet-talker. From childhood, he was known for his strong eyesight, his ability to swim long distance and diving into deep water.

Family life

Shaykh Ahmad Hijazi (RA) was living in Makkah and had no intention to marry at that time. He eventually married into the Sarhan Family due to the pressure of his friends and relatives; but his wife was barren. Later, he married the daughter of al-Abbas Saeed Najmuddin Qari. From this marriage, he was blessed with two sons named Muhammad Amin and Abdullah, as well as three daughters named Ameena, Naimah and Khairiyah. Sadly, his wife suddenly became ill and passed away. He later married another woman but that marriage did not last long. After that, he married his last wife, Rahma, who was the daughter of Umar Sabbag from Taif. He had seven daughters from this marriage. They are Fatima, Zainab, Asma, Khadijah, Nazimah, Huda and Safiyah.

His contribution to 'Ilm Qirat

The neighbouring people of Makkah and the visitors for Hajj and Umrah used to gather every day after 'Asr and Maghrib Salaah to listen to his melodious and heart-touching recitation

of the holy Qur'an at the Ajyad gate in Masjid al-Haram. His voice was so exceptional, it is mentioned his recitation was heard from outside Masjid al-Haram, at a time when no mic or loud-speaker had been introduced.

Seeing the knowledge of Tajweed and Tarteel (Art of correct recitation of the Qur'an) and capability in Hifz of Shaykh Ahmad Hijazi (RA), the then Turkish governor of Makkah was fascinated and expressed his interest in learning the Qur'an from him. Shaykh Ahmad Hijazi (RA) agreed and started teaching the Qur'an according to the Qirat of Imam Hafs (RA). Many students were influenced by the governor's interest and Shaykh Ahmad Hijazi (RA) carried on teaching them.

After a while, the governor appointed Shaykh Ahmad Hijazi (RA) to be the Imam of the army headquarters in Ta'if and inspired him to teach the army and the public the art of the recitation of the Quran. As a result, the people of Ta'if received the blessed opportunity to learn and memorise the holy Qur'an with him. His dedication and devotion earned him the love of the people of Ta'if.

Eventually, the heart of Shaykh Ahmad Hijazi (RA) began to pull towards returning to Masjid al-Haram. He returned to Makkah after the expiration of the Turkish rule at the end of 1331 AH and early 1332 AH (1913 AD). Later, he travelled to East Asia to teach the Quran. At that time, he was fascinated by the unwavering love of the sultans of Malay and Singapore and their people for the Qur'an and their efforts in learning and memorising the Qur'an. They would even organize various gatherings in honour of the Qur'an. He stayed there for a long time, travelled to different towns, villages and cities, and continued teaching the Qur'an. Wherever he went, students of different ages used to gather around him to learn the holy Quran.

During the Hashemite regime (1916-1925), Shaykh Ahmad Hijazi (RA) returned to his family in Makkah and started teaching the local students of Haram Sharif and the visitors at his own residence. At this time, under the rule of the governor of Hijaz, Sharif Hussein bin Ali, he was appointed as the Head teacher of the primary section of Madrasah Rushdiyah in

Jeddah city. He was accompanied by Shaykh Sadaqah Mansouri, Shaykh Abdul Hamid Atiyah, Shaykh Mustafa Dagistani, Sayyid Hussein Zaini as fellow teachers with him in the Madrasah. Among the students who studied the Quran in this madrasah were Shaykh Umar Ibn Afendi Muhammad Nasif, Shaykh Muhammad Nur bin Shaykh Ahmed Nas, and many renowned personalities of Hijaz and Jeddah. He spent more than six years as the head teacher in Madrasah Rushdiyah in Jeddah.

In 1340 AH (1921) his wife (mother of his 2 sons and 3 daughters) sadly passed away. As a result, he had to leave Jeddah and return to Makkah again. He restarted teaching in Masjid al-Haram and at his house. During this time, a few students of Qirat from Singapore and Malay came to Makkah and requested Shaykh Ahmad Hijazi (RA) accompany them to their countries to complete the Dars (course), which he had previously started. Despite the hard time in which his family was going through, he travelled to East Asia in 1342 AH (1923 AD) and stayed there for several years. Meanwhile, the Hashemite regime ended in Arabia and King Abdul Aziz formed the Saudi regime. Shaykh Ahmad Hijazi (RA) returned to Makkah leaving behind numerous Qaris, Huffaz and Fuqaha in the countries of East Asia, whom he had nurtured.

Shaykh Ahmad Hijazi al-Faqih (RA) was appointed as the head of the Fiqh Board (Grand Mufti) as well as the head of Education and Qirat Board in 1353 AH (1934). [The Supreme Order issue number is: 1754 Dated 3-4/09/1353 AH]

Despite this new role with great responsibility, Shaykh Ahmad Hijazi (RA) kept himself busy in teaching the Qur'an. His hands nurtured many of the Qurra and Mujawwids (experts in Tajweed). Among his famous students are his two sons, Muhammad Amin and Abdullah, Shaykhul Qurra Ahmad Zaki Dagistani, Shaykhul Qurra Abbas Maqadimi, Shaykhul Qurra Jamil Ashi, Shaykhul Qurra Muhammad Saleh Bahaidara, Shaykhul Qurra Muhammad Quhaili, Shaikh Abdul Hamid Hayat, Shaykh Ahmad Sa'dullah, Shaykh Muhammad An-Nun, Shaykh Abdul Hamid Gundurah, Shaykh Jafar Jameel Al Baramaki and many more. Likewise, many Qurra and 'Ulama had studied Fiqh with him. Among them Shaykh-ul-Qurra al-Faqih Shaykh Muhammad Noor Abul Khair, Shaykh Umar

al-Faqih, Shaykh Siraj Karut al-Faqih and others. Many non-Arabs as well have received the Sanad of Qirat and Fiqh from him. Among them, Shaykh Muhammad Masum, Shaykh Muhammad Taher Jawa, Shaykh Ashhad Ali Bin Muhammad Saader Bengali, Shaykh Mustafa Rawas and others are notable. Shaykh Allama Abdul Latif Chowdhury Fultali (RA) was one of his prominent students who spread Ilm al-Qirat (Recitation of the holy Quran) all over the world.

Shaykh Ahmad Hijazi (RA) has written some books on the subject of Qirat and Tajweed. "Al-Qaulus Sadeed Fi Ahkam al-Tajweed" is one of these books which was later translated into different languages. He had turned his house into a centre for teaching Qirat, Hifz and Fiqh, where he used to teach for the majority of the day. Along with the local students, he also taught students from Indonesia, Malaysia, India, Bengal, Bukhara, Turkey etc. including those who would come for Hajj or 'Umrah. He would generally teach Qirat in accordance to the Qirat of Imam Hafs (RA). However, he taught the Seven Qirat to some special students in accordance with the Qirat of Imam Shatibi (R.A).

After a long service of 28 years as the Shaykh al-Qurra and Raisul Fuqaha of Makkah Mukarramah, Shaykh Ahmad Hijazi (RA) passed away on the 5th day of Rajab 1381 AH (1962) in the morning. As per his usual routine, he spent the night in reciting the holy Qur'an, but in the early morning he left this temporary abode to meet his Lord at his residence in Sab'ah Banaat in Ajyad of Makkah Mukarramah. At the time of his death, he was 78 years of age. He is buried in Jannatul Mu'alla, the auspicious graveyard of Makkah.

Shaykh Ahmad Hijazi (RA) has left behind two sons and ten daughters. His sons Shaykh Muhammad Ameen Hijazi and Shaykh Abdullah Hijazi are both prominent Hafiz, Qari and Faqeeh; in particular, Fara'id and Mirath (knowledge of inheritance law). All of his ten daughters are pious, and of good character and noble standing. Similarly, their children are also established in different fields of education and professional lives.

Allamah Fultali Saheb Qiblah (RA) in the company of Shaykh Ahmad Hijazi (RA)

Shamsul 'Ulama Allama Fultali Saheb Qiblah (RA) had received the Sanad of Qirat from his Murshid Shah Yaqub Badarpuri (RA) and then from Shah Abdur Rauf Karampuri (R.A). Both of these prominent scholars had unbroken chains leading to Imam Abu Amr ad-Daani (R.) via Shaykh al Islam Zakariyya al Ansari (R.).

In 1944 (1363 AH) Allama Fultali (R.A) went to Makkah to perform Hajj. After discovering the reputation and proficiency of Shaykh Ahmad Hijazi (R.A) in Qirat, he met him and expressed his interest in learning the Qirat from him. However, knowing that Allamah Fultali Saheb Qiblah came from the Indian Subcontinent, Shaykh Ahmad Hijazi (R.A) refused to listen to his Qirat as the recitation of the Quran in India was erroneous, and the pronunciation of particular letters of the Qur'an had been altered.

Allamah Fultali Saheb Qiblah (RA) replied that he learnt Qirat from Shaykh Abdur Rauf Karampuri (RA), who is a student of Shaykh Irqsus al-Misri (RA). After hearing that, Shaykh Ahmad Hijazi (RA) embraced Allamah Fultali Saheb Qiblah (R.A) and agreed to teach him. On this visit, Saheb Qiblah (RA) recited half of the Qur'an to Shaykh Ahmad Hijazi (RA) and later he returned in 1946 (1365 AH) to Makkah and recited the remaining half. Shaykh Ahmad Hijazi (RA) granted Sanad (certificate) of Qirat to Fultali Saheb Qiblah (RA). Whilst issuing the certificate, Shaykh Ahmad Hijazi (RA) said to Allamah Fultali Saheb Qiblah (RA), "This certificate is an Amanah (trust), which has been entrusted to me by my noble teacers in 'Ilmul Qirat. Today I have handed it to you. If you betray this trust, you shall face the consequences, as there are many errors in the pronunciation and reading method of the Quran in non-Arab countries."

Allama Fultali Saheb Qiblah (R.A) had fulfilled the responsibility entrusted to him passionately throughout his life. As a result, his services for Qirat are well-known across the globe as an accepted khidmah.

Upon request of prominent 'Ulama of his time, and after receiving a clear indication in form of a dream shown to the prominent sage by the Prophet Muhammad SallaAllahu 'Alaihi wa Sallam, Allama Fultali Saheb Qiblah (R.A) had started to teach the Qur'an. While he was teaching, the 'Ulama expressed the need for a book on Tajweed, and asked him to compile a book. Hadrat Saheb Qiblah (RA) did not want to compile a book by just relying on his memory. In the meantime, Shaykh Ahmad Hijazi (R.A) sent two books authored by him to Allama Fultali (R.A) via pilgrims performing Hajj. As the books were written in a high-level Arabic language, which would be difficult for general people to understand, Allama Fultali (R.A) compiled the book into simple Urdu language with necessary explanations. In respect to the name of the book of his teacher, he named his own book "Al-Qawlus Sadeed fee al-Qirati Wat Tajweed". Later, his eldest son, Allama Imad Uddin Chowdhury (Boro Saheb Qiblah Fultali) translated the book into Bengali. Furthermore, it has been translated into English, subsequently quenching the thirst of millions of Qur'an-loving people.

References:

1. Al-Balad Al-Amin Magazine (Makkah Cultural and Literary Club), 12th Issue, 1425H
2. http://makkawi.com
3. https://al-maktaba.org/book/31621/42403#p1
4. http://shamela.ws/browse.php/book-10786/page-42403
5. http://www.alyaum.com/article/4053346
6. Memento on Allama Fultali Saheb Qiblah (R), Latifia Foundation, Dhaka, Bangladesh, January 2014
7. Al Qaulus Sadeed Fi Ahkamit Tajweed by Shaykh Ahmad Hijazi Al Faqeeh, 3rd Edition, 1986
8. Al Qaulus Sadeed (Urdu) by Allama Fultali Saheb Qiblah (R.), 6th Edition, 1405 Hijri

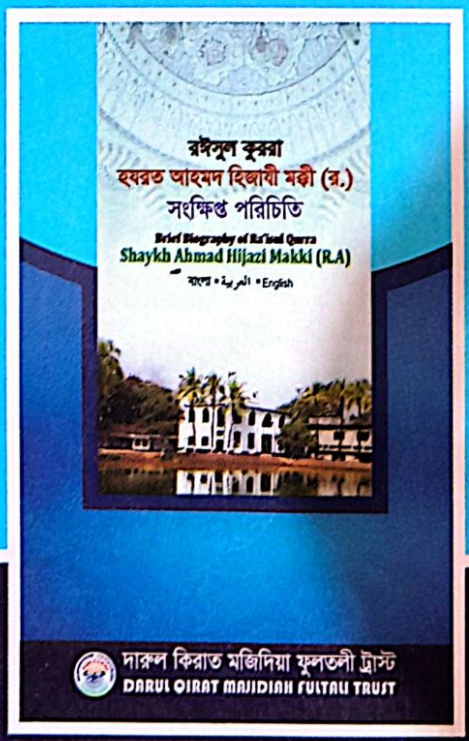
রঈসুল কুররা
হযরত আহমদ হিজাযী মক্কী (র.)
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
Brief Biography of Ra'isul Qurra
Shaykh Ahmad Hijazi Makki (R.A)
বাংলা • العربية • English
দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট
DARUL QIRAT MAJIDIAH FULTALI TRUST